3rd Bank & Financial Institutions Fair-2010

শেরাটন হোটেল, উইন্টার গার্ডেন, ঢাকা
জুলাই ২৯, ২০১০;সকালঃ ১০:০০ টা

প্রধান অতিথি ড. আতিউর রহমান

গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক এর ভাষণ।

সম্মানিত জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা শেরাটন হোটেল ,তৃতীয় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান মেলা-২০১০ এর অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, প্রধান নির্বাহী ও নির্বাহীবৃন্দ, মেলার আয়োজক কমিটির সদস্যবৃন্দ,

আমন্ত্রিত অতিথি, সমাগত সুধীবৃন্দ -**আস্‌সালামু আলাইকুম/শুভ সকাল**।

- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এটা তৃতীয় মেলা। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও ডিজিটাল যুগে কীভাবে যে পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে তা ভাবাই যায়না। সময়ের প্রয়োজনে, ব্যবসা সৃষ্টি ও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে বাংলাদেশে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান মেলা অবশ্যই আমাদের অর্থনীতি এবং বিশেষভাবে আর্থিক খাতে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করতে সক্ষম হয়েছে। আমার বক্তব্যের শুরুতেই এই মেলার আয়োজক কমিটি এবং মেলাতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই।

- প্রধানত মার্কেট ডেরিভেটিভের অতি মূল্যায়নে যে বৈশ্বিক মন্দার সৃষ্টি হয় তাতে উন্নত অর্থনীতির ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যখন ধস নামে তখন বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতা বিশ্ববোদ্ধাদেরকে অবাক করে দিতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে ব্যাংকিং খাতের দক্ষতা ও পারফরমেন্সে আমি অবশ্যই আশাবাদী এক মানুষ। তবে, একইসঙ্গে এই সাফল্যে আত্মতুষ্টির কোনো সুযোগ নেই। ঝুঁকিমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমাদের আরো অনেক কিছুই করতে হবে। নিয়মিত stress testing সহ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেই আরো বেশি মনোযোগী হতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের prudential guidelines গুলো আন্তরিকতার সাথে মানতে হবে। সাময়িক লাভের আশায় দীর্ঘমেয়াদে ব্যাংকিং খাতকে বাড়তি ঝুঁকির মুখে ফেলা মোটেও সমীচীন হবে না।

- **প্রচারেই প্রসার**। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সেবা, প্রোডাক্টস্’র পশরা সাজিয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করছে। আমি মনে করি এ ধরনের আয়োজন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং তাদের গ্রাহকদের পারস্পরিক মেলবন্ধনে মেলার উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

- বাজার অর্থনীতিতে Information Asymmetry বা তথ্য বিভ্রাটের বিষয়টি নিহিত রয়েছে। সুতরাং এই মেলার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের গ্রাহকদের মাঝে অবাধ ও সঠিক তথ্য/উপাত্ত উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে। এতে করে গ্রাহক আকৃষ্ট/কনজুমার কনফিডেন্স বাড়বে বিধায় আগামীতে ব্যাংকিং ব্যবসার ইতিবাচক প্রসার ঘটবে। তাছাড়া, ব্যাংকিং কমিউনিটি যে সমাজেরই অংশ, সমাজের ভালো-মন্দে যে এই কমিউনিটিরও স্টেক (stake) আছে সে কথাগুলোও এ মেলায় উঠে আসবে বলে আমি প্রত্যাশা করছি।

- পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে মানুষের গতানুগতিক চাহিদায় প্রতিনিয়ত যোগ হচ্ছে নতুনত্ব। সুতরাং ব্যবসায়িক স্বার্থেই আর্থিক খাতের সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিনিয়তই সচেতন ও উদ্ভাবনী সামর্থ সৃষ্টিতে মনোযোগী হতে হবে। ব্যাংক মেলা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ও সম্ভাব্য সচেতনা বৃদ্ধি পাবে, প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক ভিত্তি সম্প্রসারিত হবে, সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতা বাড়বে, পারস্পরিক সেবা প্রোডাক্টস্’র তুলনামূলক সুযোগ-সুবিধার বিচার করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে মেলায় প্রদর্শন প্রভাবে আধুনিক মানসম্পন্ন ব্যাংকিং প্রোডাক্টস্’র বাজার সম্প্রসারিত হবে।

- ব্যাংকিং খাতের অর্থলগ্নী কলেবর, কর্মসংস্থান, এর দক্ষতা এবং সাফল্যে আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে পারি যে, বাংলাদেশের উন্নয়নের সংগ্রামে আমাদের ব্যাংকিং খাতের অবদান অনস্বীকার্য।

- আপনারা ইতোমধ্যে জেনেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সদ্য ঘোষিত ২০১০-১১ অর্ধবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতি ভংগীতে আমরা বলেছি যে, এটা হবে আরো দ্রুত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, আরো সহনীয় মূল্যস্ফীতি সহায়ক এবং দারিদ্র্য

বিমোচনে সরকারের নানামুখী উদ্যোগ সহায়ক মুদ্রানীতি। বিশেষভাবে গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত ধরে অভ্যন্তরীণভাবে জোরালো চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সমগ্র ব্যাংকিং সেক্টর অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় অধিক মনোনিবেশ করেছে। আজকে এই ব্যাংক মেলায় আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা চাই।

- বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবরই CSR কর্মকান্ডে ব্যাংকগুলোকে আরো focused এবং উৎপাদনশীল করার পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এ কর্মকান্ডের তথ্য উপাত্তের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ ও উপযোগী রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে (২০০৯-১০) গত বছরের CSR কর্মকান্ডে যে ব্যয় সম্পন্ন করা হয় তা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৩৫ শতাংশ বেশি। এই মানবিক কল্যাণের ব্যাংকিং কার্যক্রমের দিকেও আগামীতে আপনারা আরো যত্নশীল/মনোযোগী হবেন বলে আমি আশা রাখি। বিশেষ করে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সন্তানদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ কী করে বাড়ানো যায় সেদিকে ব্যাংকগুলো আরো যত্নবান হবেন বলে আমি আশা করছি। আমাদের দেশের অনগ্রসর চর, হাওড় ও আইলাদূর্গত অঞ্চলের সংগ্রামী, মেধাবী শিক্ষার্থীদের টেকসই উচ্চশিক্ষার সুযোগ তৈরি করতে ব্যাংকগুলো এগিয়ে আসবে বলে আমি প্রত্যাশা করছি।

- **প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে ব্যাংগুলোর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।** আপনারা জানেন অটোমেটেড, ইলেকট্রনিক এবং ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক অনেকটা অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত, বেসরকারি, বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেশে কর্মশীল রয়েছে। ইলেট্রনিক বা ডিজিটালাইজেশনের পর্যায়ে অনেক ব্যাংক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে Mass Bankingকে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে অধিক প্রাধান্য দিয়ে যাচ্ছে। তথাপি Mass Banking এবং Class Banking উভয়ই বিবেচনায় রেখে আমি বলতে চাই সামর্থ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা এবং সর্বোপরি ব্যাংকিং ব্যবসায় সাফল্য আনয়নে অটোমেটেড, ইলেট্রনিক বা ডিজিটালাইজেশনের পর্যায়ে অবশ্যই লেবের প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করতে হবে। আজকের এই মেলা সে মনোভাব তৈরিতে অনেক সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।
- কৃষকদের ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগদানে ইতোমধ্যে ৮৮ লক্ষের উপরে গ্রাহক ব্যাংক একাউন্ট খুলতে সক্ষম হয়েছে। দৈনন্দিন ব্যাংকিং, ভর্তুকি লেনদেন, ঋণ কার্যক্রম সুষম সর্বোপরি কৃষকদের সঞ্চয়ী মনোভাব সৃষ্টি করে এ সুযোগ ব্যাপকভাবে ফলদায়ক হবে। সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে রেকর্ড পরিমাণ সাড়ে এগার হাজার কোটি টাকার কৃষিঋণের লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৯৭ ভাগ অর্জন, কৃষিঋণ পরিশোধ এবং রেমিটেন্স প্রাপ্তিসহ আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক নির্দেশকগুলো যথেষ্ট স্বস্তিদায়ক অবস্থায় রয়েছে।

- তারল্য ব্যবস্থাপনা, মূলধন পর্যাপ্ততা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ ব্যাংক সরেজমিন এবং রিপোর্টভিত্তিক পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করেছে। ব্যাংকের সক্ষমতা কিংবা এর দেউলিয়াপনা গ্রাহক সন্তুষ্টি/অসন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে ব্যাংকের ব্যবসায়িক সাফল্য নির্ভর করতে পারে। ব্যাংক মেলা আয়োজনের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রমের এ বিষয়ের (ব্যাংক ঝুঁকি) উপর অবশ্যই গ্রাহক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এছাড়া, ব্যাংকের চার্জ, ফি, কমিশন হারও ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় ভূমিকা রেখে থাকে। ব্যাংক মেলার মাধ্যমে এ বিষয়েও গ্রাহক সচেতনতা সৃষ্টি হবে।

- আপনারা জানেন বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে ৫ বছর মেয়াদি (২০১০-২০১৪) স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ঘোষণা করেছে। এ প্ল্যানিংয়ের প্রধান লক্ষ্য হলো অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি আর ব্যাংকিং খাতের দক্ষতা ও সামর্থ সৃষ্টির মাধ্যমে এর স্থিতিশীলতা অর্জন। আমি অবশ্যই আশা করবো এই ব্যাংক মেলা সার্বিকভাবে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহকদের মাঝে সহযোগিতার সেতুবন্ধন আরো সুদৃঢ় করে এখাতের ব্যবসায়িক কলেবর অনেকগুণে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে।

- এনার্জি সংকটে সমগ্র দেশের মানুষ আমরা ভীষণ অসুবিধার মধ্যে রয়েছি। এর থেকে পরিত্রাণে ব্যাংকিং সেক্টরকে এগিয়ে আসার আমি আহ্বান জানাই। এক্ষেত্রে গ্রীন/renewable এনার্জি তৈরিতে অর্থায়নের দিকে ব্যাংকগুলোকে আরো মনোযোগ দিতে হবে।

- ব্যাংক মেলার সাফল্য কামনা করে পুনরায় এর আয়োজক কর্তৃপক্ষ (শেরাটন হোটেল কর্তৃপক্ষ), অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক গ্রাহক ও উপস্থিত সকল সুধীজনের জন্য শুভ কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ।